HUMAN RIGHTS WATCH

“বাংলাদেশ আমার দেশ নয়”

মায়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশা

সারসংক্ষেপ

২০১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর এর শেষ দিকে বাংলাদেশ মায়ানমারের জাতিগত নির্মূল অভিযান থেকে পালিয়ে আসা কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা শরর্ণাথীকে স্বাগত জানায়। এর আগে ২০১৬-এর অক্টোবরে প্রায় ৮০,০০০ রোহিঙ্গা সংঘাতের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। যখন বিভিন্ন দেশ শরণার্থীদের প্রতিহত করার জন্য দেয়াল তুলছে, জোর করে সীমান্তে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং সুরক্ষার দাবি যথাযথভাবে খতিয়ে না দেখেই তাদের বিতাড়িত করছে, ঠিক সেই সময়ে শরণার্থীদের নিজেদের দেশে জোর করে ফেরত না পাঠানোর নীতির প্রতি বাংলাদেশের শ্রদ্ধা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তের কক্সবাজার অঞ্চলে ৯০০,০০০-এর বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীরা অবস্থান করছে। এদের মধ্যে প্রায় ৭০০,০০০ নতুন করে এসেছে এবং ২০০,০০০- এরও বেশি মায়ানমারে অতীতে সংঘটিত সংঘাত ও নির্যাতনের কারণে পালিয়ে এসে আগে থেকেই অবস্থান করছিল। ২০১৮ সালের শুরু থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ নতুন করে আরও ১১,৪৩২ জন শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।

এই বিপুল শরণার্থীদের অধিকাংশ দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর পড়লেও এই সংকটের দায় মায়ানমারের ওপর বর্তায়। মায়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী নিপীড়ন বাংলাদেশে এই মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে। সেইসাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতন ও যুগযুগ ধরে চলে আসা বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে মায়ানমারের ব্যর্থতা শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করাতে বিলম্বের মূল কারণ। মায়ানমায়েরর সৃষ্ট সংকটের প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের শরণার্থী পরিস্থিতি মোকাবেলার বিষয়টি বুঝতে হবে।

কক্সবাজার শহরের কাছে বর্ধিত কুতুপালং-বালুখালী শরণার্থী শিবির, যাকে প্রায়ই 'মেগা ক্যাম্প' হিসেবে অভিহিত করা হয়, বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির। এই শিবিরটি খুবই দ্রুততার সাথে অপরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি জঙ্গলে তৈরি করা হয়। "আমাদের পুরো গ্রামের মানুষ একসাথে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে," ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে আসা ১৯ বছর বয়সী আমানত শাহ বলেছেন। "প্রথমে এই জায়গাটা জঙ্গল ছিল, আমরা পরিষ্কার করি। এখন এখানে কোনো গাছ নাই।" তার ঝুপড়ি ঘরটি এখন

ঘনবসতিপূর্ণ একটি খাড়া টিলার ওপর অবস্থিত। মাটি আর বালু মিশ্রিত জমির ধ্বস বা ক্ষয়রোধ করার মতো কোনো গাছ বা ঝোপঝাড় নেই।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আসন্ন হুমকি হচ্ছে কক্সবাজার এলাকায় সম্ভাব্য সাইক্লোন বা প্রবল বাতাস ও ঝড়ের কারণে সৃষ্ট বন্যা। ২০১৮ সালের মে মাসে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পরিদর্শনের পুরোটা সময় শরণার্থীরা তাদের ঘর ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল, নির্মাণকর্মীরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থানে মানুষদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করছিল আর উদ্ধারকর্মীরা দুর্যোগকালে ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার অনুশীলন করছিল। এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আশ্রয় শিবির ও তার বাসিন্দারা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মুখে খুবই অসহায় অবস্থায় বসবাস করছে।

১০ই জুন ২০১৮ পর্যন্ত কক্সবাজার এলাকায় প্রায় ২১৫,০০০ শরণার্থী ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকির মধ্যে ছিল, এদের মধ্যে প্রায় ৪২,০০০ ছিল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে। ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত মাত্র ১৯,৫০০ জনকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। শরণার্থীদের চলাচলের ওপর সরকার আরোপিত নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি স্থানান্তরের জন্য স্থায়ী আবাসের অভাবের কারণে সাইক্লোন বা আবহাওয়াজনিত দুর্যোগকালে জরুরি নির্গমন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মেগা ক্যাম্পটি অতিমাত্রায় জনাকীর্ণ। গড়ে ব্যবহারযোগ্য স্থানের পরিমাণ জনপ্রতি ১০.৭ বর্গমিটার যেখানে উদ্বাস্তু শিবির জন্য গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক মান জনপ্রতি ৪৫ বর্গ মিটার । এই ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে শরণার্থীরা সংক্রামণযোগ্য রোগ, অগ্নিকান্ড, সামাজিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক ও যৌন সহিংসতার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

মায়ানমার জাতীয়তার কারণে নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা প্রদান এবং রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতির শর্তে রোহিঙ্গারা প্রত্যাবাসনকে অগ্রাধিকার দেয়। এই কারণে এবং আশ্রয়দাতা দেশের সমালোচনা করার প্রতি অনিচ্ছার কারণে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের কাছে তুলনামূলকভাবে উন্নত জীবনব্যবস্থার দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে দ্বিদ্ধাগ্রস্ত। “বাংলাদেশ আমার দেশ নয়,” ২৪ বছর বয়সী কবির আহমেদ বলেছেন। “আমি নিজের

দেশে ফিরে যেতে চাই। মায়ানমার সরকার আমাদের হত্যা ও নির্যাতন না করলে আমরা কখনোই নিজের দেশ ছাড়তাম না।"

২০১৮-এর শেষ দিকে সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচনে শরণার্থীদের বিষয়টিকে একটি ইস্যু হতে না দেয়া সহ অন্যান্য নানান কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না যে খুব শিগগিরই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন হবে না এবং বাংলাদেশে তাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হবে। সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা এমনকি শরণার্থীদেরও কোনো কাঠামো, অবকাঠামো বা নীতি তৈরি করতে বাঁধা দিয়েছে যার ফলে শরণার্থীদের অবস্থান স্থায়ী বলে মনে হতে পারে।

ফলশ্রুতিতে শরণার্থী শিশুরা স্কুলে যায় না, বরং "অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রে" যায় যেখানে "শিক্ষক" নয়, বরং "সাহায্যকর্মীরা" ক্লাশরুম পরিচালনা করে। শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। সেখানে দিনে মাত্র দুই ঘন্টা পাঠদান করা হয়। ক্লাশগুলোতে মূলত প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। সেখানে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুদের কেবল এক-চতুর্থাংশ শিক্ষা কেন্দ্রে যায়, অর্থাৎ প্রায় ৪০০,০০০ শিশু এবং কিশোর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করছে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুলনামূলকভাবে কম ও জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন স্থানে স্থানান্তর করা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ব্যবস্থা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে আলোচনা ও তাদের মতামত নিয়ে করতে হবে যেন স্থানচ্যুত গ্রাম্য সমাজ একসাথে থাকতে পারে এবং বৃহত্তর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে।

১০০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে কক্সবাজার থেকে জনবসতিহীন ভাসান চরে স্থানান্তর করার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং চীনের নির্মাণকর্মীরা যৌথভাবে চরটিকে প্রস্তুত করেছে। বাংলাদেশ ইঙ্গিত দিয়েছে যে সেপ্টেম্বর থেকে চরটিতে স্থানান্তরের কাজ আরম্ভ হবে। বাংলাদেশের মেঘনা নদীর বুকে মাত্র গত ২০ বছরে জেগে ওঠা সমতল, ম্যানগ্রোভ ও ঘাসের চরটিকে শরণার্থীদের বসবাসের উপযোগী বলে মনে হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটি বড় সাইক্লোনে ভাসান চর সম্পূর্ণভাবে পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে।

ভাসান চরের পরিবেশগত ঝুঁকি ছাড়াও সেখানে শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল করা হলে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে একঘরে করে রাখা হবে। আর তাদের চর ত্যাগের অনুমতি না দিলে চরটি পর্যায়ক্রমে একটি আটককেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

বেশ কয়েকটি কারণে ভাসান চরকে শরণার্থী স্থানান্তরের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে গণ্য করা যায় না: ১) এটি দীর্ঘমেয়াদে মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়; ২) এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা ও প্রবল ঝড়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; ৩) চরটিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ খুবই সীমিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে; ৪) চরটিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ খুবই সীমিত; ৫) এটি শরণার্থীদের অযথাই জনবিচ্ছিন্ন করে দেবে; ৬) ভাসান চরে এবং এর বাইরে শরণার্থীদের চলাচলের স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়নি; ৭) এটি মায়ানমার সীমান্ত থেকে অনেক দূরে; এবং ৮) শরণার্থীরা ভাসান চরে স্থানান্তরের ব্যাপারে তাদের সম্মতি দেয়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে কথা বলার সময় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তবে এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নষ্ট হতে পারে যদি বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শরণার্থীদের জীবন হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের জোর করে ভাসান চরে পাঠানোর চেষ্টা করে।

ভাসান চর স্থানান্তরের একমাত্র বিকল্প নয়। উখিয়া উপজেলায় সম্ভাব্য ছয়টি স্থান রয়েছে যেখানে ১৩০০ একরের বেশি জায়গায় ২৬৩,০০০ মানুষের স্থানসংকুলান সম্ভব। এই স্থানগুলো কুতুপালং-বালুখালী বর্ধিত ক্যাম্পের আট কিলোমিটার পশ্চিমে এবং মেগা ক্যাম্প ও সমুদ্রতীরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাই এই স্থানগুলো শরণার্থীদের স্বাধীন চলাচলের ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সীমানার মধ্যেই অবস্থিত।

বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আইনগত স্বীকৃতির অভাব যা তাদের বাংলাদেশের নিজস্ব আইনের আওতায় অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। নতুন করে আগত সকল শরণার্থীকে সরকারিভাবে "জোরপূর্বক স্থানান্তরিত মায়ানমার নাগরিক" হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার, জনসেবা, শিক্ষা ও জীবনযাপনের অধিকারগুলোকে অস্বীকৃতি করে এবং গ্রেফতার ও নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদের জীবনকে আরও অসহায়

করে তোলা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর পক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ তার নিজস্ব সীমানার ভেতরে অবস্থানকারী শরণার্থীসহ সকল মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসব শরণার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নিয়েছে তাদের সবাই কিছু শর্তে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে তাদের অগ্রাধিকারের কথা জানিয়েছে, তা হল: নাগরিকত্ব, রোহিঙ্গা পরিচয়ের স্বীকৃতি, তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার, ঘর ও সম্পত্তি ফেরত দেয়া এবং নিরাপত্তা, শান্তি ও তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া।

বাংলাদেশের কক্সবাজার-ভিত্তিক শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আবুল কালাম হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, "প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব মায়ানমারের, আমাদের নয়।" "আমরা তাদের জোর করে ফেরত পাঠাতে পারি না।"

১৯৫১ সালের শরণার্থী সনদের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বাংলাদেশ প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনে তার বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তার সীমান্ত উন্মুক্ত রেখেছে এবং এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে পালিয়ে আসা কয়েক লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় ও মানবিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছে। এই সংকট শুরু হবার নয় মাসের বেশি সময় ধরে একধরনের জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে। খুব দ্রুত এই সংকট সমাধান হবার নয়।

কুতুপালং-বালুখালী মেগা ক্যাম্পের শরণার্থীদের তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার সুবিধার্থে সহজে যাতায়াতযোগ্য ও স্থায়ী সাইক্লোন-আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আহ্বান জানিয়েছে। মেগা ক্যাম্প থেকে শরণার্থীদের উখিয়া উপজেলার সমতল এবং সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানে তৈরি করা ছোট ও কম ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া প্রয়োজন। স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা ভাসান চরকে শরণার্থীদের বসবাসের উপযোগী বলে অভিমত না দেয়া এবং সেখানে যেসব শরণার্থী যেতে সম্মত হবে তাদের চলাচলের স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার নিশ্চয়তা না দেয়া পর্যন্ত চরটিতে শরণার্থী স্থানান্তরের পরিকল্পনা বাতিল করা উচিত। বাংলাদেশের উচিত মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে নিবন্ধিত করা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

এবং তাদের চলাচলের স্বাধীনতা প্রদান করা যাতে তারা ক্যাম্পের বাইরে এসে জীবনধারণের জন্য কাজকর্মে নিয়োজিত হতে পারে সেই নিশ্চয়তা প্রদান করা।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট সৃষ্টির জন্য মায়ানমার সরকার দায়ী এবং এই সংকট সমাধানের জন্য মায়ানমারে মৌলিক ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি। শরণার্থীদের নিরাপদে ও সম্মানের সাথে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের পূর্বশর্ত হলো সরকার প্রত্যাবাসিতদের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান, নাগরিকত্বের সমঅধিকার এবং রাখাইন রাজ্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

একই সাথে দাতা সরকার ও আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলো আন্তরিকতার সাথে ও সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে। এজন্য একদিকে বাংলাদেশের পাশে থাকতে হবে যাতে শরণার্থীদের মানবিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা যায়- সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে রোহিঙ্গাদের মানবিক সংকটের অভাবগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। একই সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্থায়ী প্রত্যাবাসনের উপযোগী সব শর্ত পূরণের জন্য মায়ানমার সরকারের ওপর সমন্বিতভাবে নিয়মিত চাপ প্রয়োগ করে যেতে হবে।

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আইনী মর্যাদা ও যথাযথ প্রমাণপত্র প্রদান করুন যা তাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।
- শরণার্থীদের স্বাধীন চলাফেরা ও জীবনযাপনের অধিকারকে সম্মান করুন।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য শরণার্থী শিবিরের জনবসতির ঘনত্বসহ অন্যান্য মানবিকতার আদর্শগুলো যেন মানবিকতার সনদ ও মানবিক প্রয়োজনে সহায়তার নূন্যতম মানদণ্ডের (এসপিএইচইআরই মানদণ্ডের) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- কুতুপালং-বালুখালী বর্ধিত শিবিরের জনবসতির ঘনত্ব কমানোর জন্য উখিয়া উপজেলায় আরো ১৫০০ একর সমতল ও সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করুন।
- ভূমিধস ও বন্যার অধিক ঝুঁকির মুখে থাকা ২০০,০০০ শরণার্থীকে তুলনামূলকভাবে ছোট ও কম ঘনবসতিপূর্ণ শিবিরে স্থানান্তর করুন।
- ঝড়ের সময় কুতুপালং-বালুখালী শিবিরের শরণার্থীদের স্থানান্তরের জন্য স্থায়ী ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে দিন।
- স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা ভাসান চরকে শরণার্থীদের বসবাসের উপযোগী বলে অভিমত না দেয়া এবং সেখানে যেসব শরণার্থী যেতে সম্মত হবে তাদের চলাচলের স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার নিশ্চয়তা না দেয়া পর্যন্ত চরটিতে শরণার্থী স্থানান্তরের পরিকল্পনা বাতিল করুন।
- শিবিরের ভেতর গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠনে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করুন যাতে সেবা, স্থানান্তর, প্রত্যাবাসন ও ত্রাণের ব্যাপারে শরণার্থীদের সাথে আলোচনা করা সহজ হয় এবং নারী, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো তাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ পায়।
- শরণার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজে যুক্ত করুন যাতে শরণার্থী এবং স্থানীয় আশ্রয়দানকারী সমাজ উভয়ই উপকৃত হবে।

- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণের সুযোগের সমতা, মানসিক স্বাস্থ্য, পরামর্শ ও মানসিক সমর্থন সহ চিকিৎসাসেবার সমঅধিকার এবং মৌলিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করুন।
- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি ও যারা তাদের নিজ দেশে আক্রমণের কারণে নতুন করে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদের যেন উচ্চ-ঝুঁকিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয় তা নিশ্চিত করুন।
- ভিসা জটিলতা, প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতাসহ অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে আন্তর্জাতিক মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজে সহায়তা অব্যাহত রাখুন।
- বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের মানবিক সাহায্যগুলোর সমন্বয়ের জন্য ইউএনএইচসিআরকে (UNHCR) নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করুন।
- ১৯৫১ সালের শরণার্থী সনদ, তার ১৯৬৭ সালের খসড়া এবং ১৯৫৪ ও ১৯৬১ সালের উদ্বাস্তু সনদ অনুসমর্থন করুন এবং এগুলো প্রয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করুন।
- বহির্বিশ্বের নিরীক্ষা এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে সম্পাদিত উপাত্ত বিনিময় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনবিষয়ক সমঝোতা স্মারক প্রকাশ করুন।

মায়ানমার সরকারের প্রতি

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের, যাদের নির্বিচারে বা বেআইনীভাবে তাদের ঘর, জমি, সম্পত্তি বা স্বভাবগত বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, প্রত্যাবাসনের অধিকারকে সম্মান করুন; তাদের নিজেদের বাসস্থান বা পচ্ছন্দের স্থানে ফিরে যাওয়ার ও সম্পত্তি ফিরে পাবার অধিকার আছে। যারা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক তাদের বিকল্প হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে ঘর ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নেয়ার অধিকার রয়েছে। যেসব

শরণার্থী নির্বিচারে বা বেআইনীভাবে তাদের স্বাধীনতা, জীবনযাপন, নাগরিকত্ব, পারিবারিক জীবন এবং নিজস্ব পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেরও পুনর্বাসিত হবার অধিকার আছে।

- যেসব শরণার্থী স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসিত হতে চায় তাদের একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাই করতে হবে; এবং একটি স্বচ্ছ ও নিরাপদ প্রক্রিয়ায় ও সুশৃঙ্খলভাবে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাই কমিশনারের সহায়তায় তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিরাপদে ও সম্মানের সাথে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রত্যাবাসিতদের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান, নাগরিকত্বের সমঅধিকার এবং রাখাইন রাজ্যের সমাজগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- রাখাইন রাজ্যে ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এবং অন্যান্য মানবিক সাহায্য সংস্থা, মিডিয়া, কূটনীতিক এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রত্যাবাসিতদের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণসহ অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে।
- রাখাইন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সমস্ত শিবির সুশৃঙ্খলভাবে বন্ধ করুন। এবং নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে মূল ভিটাবাড়ি বা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পচ্ছন্দের স্থানে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সহায়তায় ক্রান্তিকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। একই সাথে প্রত্যাবাসিতদের জনসেবা এবং জীবনযাপনের অধিকারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- রাখাইন রাজ্যবিষয়ক পরামর্শক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাখাইন রাজ্যে ধর্ম, জাতি বা নাগরিকত্বের মর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষের চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন। সেই সাথে সকল গোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাপনের সুযোগ এবং মৌলিক সেবার সমান অধিকার নিশ্চিত করুন।
- ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন বাতিল করুন অথবা আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে এ আইনকে সংশোধন করুন: নিশ্চিত করুন যে আইনটি আদতেই বৈষম্যমূলক নয়, বিভিন্ন ধরনের নাগরিকত্বের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করুন, এবং নাগরিকত্ব নির্ধারণের

বাস্তব মানদন্ড ব্যবহার করুন, যেমন- উত্তরাধিকার, মা-বাবার অন্তত যেকোন একজন যিনি নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা তার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি।

- শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী নাগরিকত্ব আইন পুনর্বিবেচনা করুন যাতে রোহিঙ্গা শিশুরা নাগরিকত্ব লাভের অধিকার পেতে পারে। অন্যথায় তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে কারণ অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে তাদের কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই। নাগরিকত্ব আইন বাতিল বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এ আইনকে যতটা সম্ভব আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং নিরপেক্ষতার মানদন্ড অনুযায়ী ব্যাখা করুন।
- বহির্বিশ্বের নিরীক্ষা এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের জন্য মায়ানমার সরকার এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি- ইউএনডিপিসহ ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে সম্পাদিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনবিষয়ক সমঝোতা স্মারক প্রকাশ করুন।

মানবিক সংস্থাগুলোর প্রতি

- বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের "শরণার্থী" হিসেবে অভিহিত করুন যাতে তারা শরণার্থীর পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা পেতে পারে।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যের মান যেন মানবিকতার সনদ ও মানবিক প্রয়োজনে সহায়তার নূন্যতম সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করুন।
- ইউএনএইচসিআরকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের মানবিক সাহায্যগুলোর সমন্বয়ের জন্য নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদানের দাবি উত্থাপন করুন।
- সকল মানবিক সাহায্য প্রকল্পে সুরক্ষার ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট সেবা ও কর্মী প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করুন যেন ঝুঁকিতে থাকা শরণার্থীদের, যেমন- সঙ্গীহীন শিশু, যেসব পরিবার শিশুসহ ভ্রমণ করছে, মানবপাচারের শিকার, যারা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছে বা হবার ঝুঁকিতে আছে (জোরপূর্বক বিয়ে, পারিবারিক সহিংসতা ইত্যাদি), একাকী ভ্রমণরত নারী এবং পরিবারের নারী কর্ত্রী, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী, সমকামী, উভকামী ও হিজড়া বয়স্ক ব্যক্তি ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটানো যায়।

- যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও অন্যান্য হয়রানি বন্ধ এবং রাতের আঁধারে অপরাধমূলক কর্মকান্ড হ্রাসের জন্য পুরো শিবিরে বিশেষত শৌচাগার ও স্নানের স্থানে বাতি স্থাপন করুন।
- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা যেন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সম্মান বজায় রেখে শৌচাগার ও স্নানের স্থান ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।
- শারীরিকভাবে অক্ষম ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য ও ত্রাণ বিলি ও পৌঁছানোর বিকল্প ব্যবস্থা করুন।
- মানসিক স্বাস্থ্যের সাহায্য প্রয়োজন এমন শরণার্থীদের জন্য **মানিসিক স্বাস্থ্য** সহায়তা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার বিষয়ে সমর্থন ও কাজ করুন।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের প্রতি

- **উল্লেখিত** সুপারিশগুলো মানবিক সংস্থাগুলোতে সাধারণভাবে প্রয়োগ করুন।
- বহির্বিশ্বের নিরীক্ষা এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের জন্য উপাত্ত বিনিময় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনবিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, এবং মায়ানমার সরকারের সাথে ইউএনডিপিসহ ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক দুটি প্রকাশ করুন।
- প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া **শুরু** হলে শরণার্থীদের ফিরে যাবার সম্ভাব্য এলাকার নিরাপত্তার **নিশ্চিত করা** এবং মায়ানমারে আত্মীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুরক্ষার প্রাপ্যতাসহ সম্পূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ, হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করা। এমন কো**নো** "স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন" প্রক্রিয়াকে সমর্থন বা সহায়তা না করা যা শরণার্থীদের থেকে যাওয়া ও প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে **তাদের অভিমত প্রকাশের** সুযোগ দেয়নি।
- সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থাসহ অন্যান্য মানবিক সংস্থার সহায়তায় শিবিরে ব্লক নেতা হিসেবে মাঝি ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক কাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যাতে শরণার্থীদের সাথে আলোচনা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ ও ইচ্ছার প্রকৃত প্রতিফলন

ঘটে, সেই সাথে নারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে অবদমন করা দুর্নীতিপরায়ন ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাব কমিয়ে আনা যায়।

দাতা সরকারের প্রতি

- যৌথ সহায়তা কর্মসূচিতে উল্লেখিত রোহিঙ্গা শরণার্থী জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য দ্রুত সাহায্য প্রদান।
- ইউএনএইচসিআরকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের মানবিক সাহায্য সমন্বয়ের জন্য নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদানের **আহ্বান** জানানো।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রদত্ত সাহায্যের মান ও **এসপিএইচআরই** মানদন্ডের সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিতের জন্য বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘের এজেন্সি ও এনজিওগুলোর সাথে কাজ করে যাওয়া।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসান চরে স্থানান্তরের বিরোধিতা করা এবং শরণার্থী স্থানান্তরের এলাকা হিসেবে ভাসান চরের কো**নো** প্রকল্পে অর্থায়ন না করা।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের অধিকারকে উৎসাহিত করা। একই সাথে শরণার্থীদের নিজেদের দেশে জোর করে ফেরত না পাঠানোর নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার **থাকা** এবং যেকো**নো** প্রত্যাবাসন যেন পূর্ণ **সম্মতির সাথে সম্পন্ন করা** ও ইউএনএইচসিআর-এর মধ্যস্থতায় ও **পর্যবেক্ষণের** মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে করা হয় তার ওপর জোর দেয়া।
- তৃতীয় কো**নো** দেশে পুনর্বাসনের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে বাংলাদেশের যেসব শরণার্থী সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের তৃতীয় কো**নো** দেশে পুনর্বাসনের প্রস্তাব প্রদান করা অথবা তৃতীয় কো**নো** দেশে বসবাসকারী শরণার্থীর আত্মীয় যদি পরিবার-পুনর্মিলনের আবেদন করে তবে ওই শরণার্থীকে উক্ত দেশে পুনর্বাসনের প্রস্তাব প্রদান করা।

- স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সাথে এবং স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য উপরে সুপারিশকৃত সকল শর্ত মেনে নেয়ার জন্য মায়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা।
- মায়ানমারের ঘটনাবলীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে পাঠানোর জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি **আহ্বান** জানানো।
- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের মানবিক প্রকল্পগুলো যেন বাস্তবায়ন **উপযোগী** হতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- নতুন অবকাঠামো**গত** উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরাও এ **সুবিধা** ব্যবহার করতে পারে এবং তারা তাদের সমাজে অবাধে মেলামেশা করতে পারে।

আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি

- রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটকে আঞ্চলিক সংকট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং এই সংকট সমাধানে সহায়তা করা। **সেইসাথে** স্বীকৃতি দেয়া যে এই সংকট সমাধানের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে যা বাংলাদেশকে সহায়তা করবে এবং এই অঞ্চলে ও অঞ্চলের বাইরে সদস্য রাষ্ট্রদের নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কার্যকর নিরাপত্তা প্রদান করবে।
- স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সাথে এবং স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য মায়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা। একই সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত পদ্ধতিগত নিপীড়ন বন্ধ করা এবং এই গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ীদের বিচারের ব্যবস্থা করার জন্যও চাপ করতে হবে।
- শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনা করা। বিশেষত, একই পরিবারের সদস্যদের এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে বসবাস করা শরণার্থী পরিবারের পুনর্মিলনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই পরিকল্পনা করার কথা ভাবতে হবে।

- রোহিঙ্গা নৌকার পুনঃআগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড অতীতের মতো নিজস্ব সমুদ্রসীমায় জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর নীতি গ্রহণ করবে না। বরং সমুদ্রে খোঁজ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে, নৌকাগুলোকে নিকটবর্তী নিরাপদ তীরে নিয়ে আসবে, মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ প্রদান করবে এবং ইউএনএইচসিআর-এর সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা **প্রদানের** পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ পাবে।